বাংলাদেশে ভাষা-পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

ড. আব্দুর রহিম*

Language planning is a crying need for the development of Bangla Language. Different agencies like Bangla Academy, Universities, Education Ministry and Education Board, Bangladesh Asiatic Society and some other organizations have taken several initiatives in this regard. But unfortunately, these steps were not adequate enough as well an integral chain among the above mentioned organizations is yet to be established. As a result, the planning progress of Bangla is still hindered. In this paper, an attempt has been taken to compare the contributions of those institutions in Bangla language planning and to prepare a chronology of their initiatives.

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষাসমস্যা সমাধানের জন্য বা ভাষার উন্নয়নের জন্য যেসব ভাষা-পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংগঠন, সমিতি, কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা এজেন্সি (Language Planning Agency; সংক্ষেপে LPA)। যেমন, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, ইজরাইল, সুইডেন প্রভৃতি দেশের ভাষা পরিকল্পনাকারী সংস্থা ভাষা-সমস্যা, ভাষা-উন্নয়ন, ভাষা-পরিচর্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থাগুলো সাধারণত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে অর্থ্যাৎ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় দ্বারা ভাষা পরিকল্পনাকারী সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারতের ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। ভারতের ভাষা-পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে দাশগুপ্ত বলেছেন (১৯৭৭: ৬১-৬২)-

> Language planning agencies at the federal level are organizationally controlled by the respective Ministries. The pattern of control is broadly determined by the official status assigned to these agencies by the Ministries. Similarly, the structure of control within each agency is generally defined by standard administrative procedure; for example, the Central Hindi Directorate began as a subordinate office within the Ministry of Education.

শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেমন শিক্ষায় ভাষা বিষয়ক ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থাকে নিয়ন্ত্রন করে, তেমনি তথ্য মন্ত্রণালয় (Ministry of Information) রেডিও-টিভির মাধ্যমে ভাষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে এবং আইন মন্ত্রণালয় (Ministry of Law) সরকারি ভাষা (official language) পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে পারে। ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থাগুলোকে যে সবসময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে তা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অনেক সময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোও (voluntary associations,) ভাষানীতি বা ভাষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে (দাশগুপ্ত ১৯৭৭:১৮১)।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বিভিন্ন দেশের ভাষা সমস্যার প্রকৃতি বা ধরণ ভিন্ন বিধায় তা পরিকল্পনার জন্য যে সমস্ত সংস্থা গড়ে ওঠে তাদের কার্যাবলিও অনেক সময় ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থাগুলো সাধারণত কোনো ভাষার, বিশেষ করে রাষ্ট্রভাষার বিস্তৃতি ঘটানোর প্রচেষ্টা চালায় কিংবা ব্যাপক যোগাযোগের (wider communication) উপযোগী করে গড়ে তোলে অথবা বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগের মাধ্যম ভাষা (link language) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন, ভারতে হিন্দি ভাষাকে আন্তঃযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে চাকমা এবং অন্যান্য উপজাতির আন্তঃযোগাযোগের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থাগুলো সাধারণত ভাষার মানোন্নয়ন বা ভাষার অগ্রগতির জন্য যাবতীয় কাজ করে থাকে। যেমন– বানান, উচ্চারণ, ব্যাকরণ ইত্যাদি নির্মাণ, প্রমিতকরণ এবং প্রচলনের প্রচেষ্টা চালায়। উদাহরণস্বরূপ ইন্দোনেশিয়ার ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানকার লেখক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, সরকারি কর্মকর্তা, সচিব, আইনজীবী প্রমুখ বানান, পরিভাষা, ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি বিষয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এজন্য তাঁরা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। এজন্য ইন্দোনেশিয়ায় ইন্দোনেশিয়ান ভাষা কংগ্রেস ১৯৩৮ এবং ১৯৫৪ সালে প্রমিত বানান, ব্যাকরণ এবং পরিভাষা প্রদানের জন্য আহবান জানান। ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (University of Indonesia) এবং ইন্দোনেশিয়ান ভাষা পরিকল্পনাকারী সংস্থা (LPA)এর উদ্যোগে ১৯৬৮ এবং ১৯৭২ সালে ভাষাবিষয়ক দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনার দুটির উদ্দেশ্য ছিল প্রমিত বানান, ব্যাকরণ, পরিভাষা, অলংকারবহুল ভাষা (rhetoric) ইত্যাদি কীভাবে নির্মাণ করা যায়। (রুবিন ১৯৭৭:১৭৬)

সুইডেনেও প্রায় একই ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেখানে সুইডিশ ভাষা-পরিচর্যা এবং ভাষা-উন্নয়নের জন্য তিনটি সুইডিশ সংগঠন (organization) রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে সুইডিশ একাডেমি। একাডেমি সাধারণত অন্য দুটি ভাষা সংগঠনকে ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাপারে অর্থাৎ ভাষা-পরিকল্পনার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। এছাড়া একাডেমি সুইডিশ গ্লসারি (Glossary) এবং ব্যুৎপত্তিগত অভিধান (Etymological Dictionary) প্রণয়ন করেছে। সুইডিশ পত্রিকাগুলোও ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। সুইডিশ পত্রিকায় ভাষা বিষয়ক কলাম রয়েছে, যেখানে ভাষা কলামিস্টরা ভাষা পরিচর্যাকারী (cultivator) হিসেবে কাজ করে থাকে। তাছাড়া ভাষা পরিচর্যার (cultivation) ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য সুইডিশ একাডেমী বার্ষিক পুরস্কার প্রদান করে থাকে। (জের্নুড ১৯৭৭:১৪৮-১৪৯)

মূলত ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থা ভাষার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন এবং উন্নয়নের কাজ করে থাকে। যেমন, চীনে চাইনিজ কমিউনিস্ট ভাষা সংস্থা (Chinese communist language authorities) কমিউনিস্ট চীনে আন্তঃভাষিক যোগাযোগের (Intra-dialectal communication) জন্য উত্তর চীনের উপভাষাসমূহকে (*Putonghua*) নির্বাচিত করেছিল এবং তার উপর ভিত্তি করেই তারা ব্যাকরণ, অভিধান (Lexicon) ইত্যাদি রচনা করেছিল। ভাষার যাবতীয় সংস্কার সাধনের দায়িত্ব চাইনিজ কমিউনিস্ট ভাষাসংস্থা গ্রহণ করেছিল এবং এই ভাষার অগ্রগতির (promoting) মাধ্যমে তারা একে জাতীয় ভাষায় উন্নীত করেছিল। শুধু তাই নয়, সরকারি প্রচেষ্টায় তাদের এই ভাষা সাধারণভাষা হিসেবে প্রায় ইংরেজির সমমর্যাদা লাভ করে। (বার্নস ১৯৭৭:২৫৫)

অনেক সময় ভাষা পরিকল্পনাকারী সংস্থা ভাষা পুনরুদ্ধার, পুনর্গঠন ইত্যাদির কাজও করে থাকে। যেমন, ইজরাইলে নানাবিধ কারণে হিব্রু ভাষায় বিপর্যয় ঘটেছিল (damaged)। কিন্তু ইজরাইলের জনগণ এবং হিব্রু ভাষার জন্য ভাষা পরিকল্পনাকারী সংস্থা হিব্রু ভাষা একাডেমি সেই ভাষাকে পুনরুদ্ধারের জন্য নানা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। হিব্রু ভাষা একাডেমি হিব্রু ভাষার বানান, পরিভাষা, উচ্চারণ, বিভক্তি, শব্দগঠন (vocalization), ব্যাকরণ, শৈলী (style) ইত্যাদি দিক নিয়ে কাজ করেছে। হিব্রু ভাষার জন্য এই ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থা অশেষ অবদান রেখেছে (ফিলম্যান ১৯৭৭ : ১৫০-১৫৩)। অনেক ক্ষেত্রে ভাষা পরিকল্পনাকারী সংস্থা ভাষার উন্নয়ন বা প্রমিতকরণের জন্যে কিংবা বিশুদ্ধকরণের জন্য যেসব সংস্কার সাধন করে তা নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যেমন, তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুর্কি ভাষার যেসব সংস্কার সাধন ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থা করেছিল, যেগুলো নিয়ে বেশ কিছু বির্তকের সৃষ্টি হয়েছিল (মুসা ১৯৮৪ : ৪৪-৪৫)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষা-পরিকল্পনার জন্য ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থা গঠিত হয়েছে। ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থাগুলোর কার্যাবলি নিয়ে নানা তর্কবিতর্কও হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা উভয়ই রয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ভাষার উন্নয়নের জন্য ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থাগুলো বিশেষ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশে ভাষা-পরিকল্পনার জন্য বেশ কয়েকটি ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থা রয়েছে। তাদের কার্যাবলি নিম্নে বর্ণিত হলো।

(ক) বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশে ভাষা উন্নয়নের প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলা একাডেমীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। বাংলাভাষা উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলা সরকার ২৬শে নভেম্বর ১৯৫৫ তারিখে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (আলহেলাল ১৯৮৬ : ৩৫)

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বাংলাভাষা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ২৪শে মে ১৯৬২ সালে ৫১৮-ঝউ্ ঝজ/৬২ সংখ্যক সিদ্ধান্ত (রেজোলিউশন) জারি করেন। এই রেজোলিউশন ৪ঠা মে ১৯৬৬ সালে কিছু সংশোধন করা হয় এবং এতে বাংলা ভাষার উন্নয়নের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। বাংলা ভাষা যাতে উচ্চশিক্ষার বাহন হতে পারে সেকথাও উক্ত রেজোলিউশনে ব্যক্ত করা হয় বাংলা ভাষার উন্নয়নের লক্ষ্যে ঈড়হঃৎধষ ইড়ধৎফ এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সর্ম্পকে রেজোলিউশনে বলা হয় :

a) To develop the Bengali language and literature
b) To remove the existing deficiencies in Bengali, particularly in the field of natural and Social Sciences as well as in technologies, in order that it becomes the medium of instruction at the higher level.
c) To co-ordinate the work of the other organizations engaged in promoting literary and scientific effort in Bengali. (আলহেলাল 1986 : 266-267)।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৭ই মে ১৯৭২ সালে "দি বাংলা একাডেমী অর্ডার" জারি করা হয়। এই অর্ডার বা আদেশ অনুসারে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডকে বিলুপ্ত করে (ডিজলভ) বাংলা একাডেমীর সাথে একীকৃত (মার্জড) করা হয়। শুধু তাই নয়, দি বেঙ্গলী একাডেমীর নামকরণ করা হয় "দি বাংলা একাডেমী"। ১৯৭২ সালের এই অর্ডারে বাংলা ভাষার উন্নয়ন এবং প্রতিপালনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। (আলহেলাল ১৯৮৬ : ১৬৩)। ১৯৭২ সালের একাডেমী অর্ডারের ক্ষমতা (Power) সম্পর্কে বলা হয়:

a) to develop and and promote the Bangla language, literature and culture, in accordance with the national aspirations,
b) to facilitate the introduction of Bangla in all spheres of life in Bangladesh,
c) to translate, coin, prepare, adopt, develop and popularise Bangla vocabulary for foreign words and phrases, scientific, technical and official terms, etc..,
d) to produce, translate and make available in the Bangla suitable reading materials, including advanced treatises on the various branches of science and technology as well as reference works, dictionaries, bibliographies and encyclopedia,
e) to make arrangement for research on development of the Bangla language and literature and for that purpose, to enter into contract with experts and to maintain close relationship with the universities and other organizations;
f) to set up branches of the Bangla Academy in different parts of the Country with a view to fostering research, literary, cultural and other activities,
g) to render financial help to the indigent but meritorious Bangla writers and research workers,
h) to commission individuals or organizations or both for undertaking specific work for the Academy,
i) to award prizes and rewards to persons who, in the opinion of the Karja Nirbahi Parishad, have made notable contributions to the upliftment of Bangla language and literature or to the study of science, (আল হেলাল 320 -321)

১৯৭৮ সালে ১৯৭২ সালের বাংলা একাডেমী অর্ডারের সামান্য পরিবর্তন (Modification) করে পুন: বিধিবদ্ধ করা হয় (re - enact)। এটি ১৯৭৮ সালের বাংলা একাডেমী অর্ডিন্যান্স নামে পরিচিত। তবে ১৯৭৮ সালের অর্ডিন্যান্সে বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সম্পর্কে যা বলা হয় তার সাথে ১৯৭২ এর বাংলা একাডেমী অর্ডারের তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

নিম্নে ১৯৭৮ সালের বাংলা একাডেমীর অর্ডিন্যান্সে এর কার্যাবলী (Functions) তুলে ধরা হলো:

a) to develop,foster and and promote the Bengali language, literature and culture, in accordance with the national aspirations;
b) to facilitate the introduction of Bengali language ia all spheres of life in Bangladesh;
c) to translate, coin, prepare, adopt, develop and popularise Bengali vocabulary for foreign words and phrases, scientific, technical and official terms;

d) to produce, translate and make available in the Bengali language suitable reading materials, including advanced treatises on the various branches of science and technology as well as reference works dictionaries, bibliographies and encyclopaedia;
e) to make arrangement for research on development of the Bengali language and literature and for that purpose, to enter into contract with experts and to maintain close relationship with the universities and other organizations;
f) to set up brances of the Academy within Bangladesh with a view to fostering reasarch, literary, cultural and other activities;
g) to render financial help to the indigent but meritorious Bengali writers and research workers;
h) to engage individuals or organizations or both for undertaking specific work for the Academy;
i) to award prizes and rewards to persons who, in the opinion of the Karja Nirbahi Parishad, have made notable contributions to the upliftment of Bengali language and literature or to the study of science; (আল হেলাল 320 -321)

বাংলাদেশের সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের সময়ে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ে থেকে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিভাগের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কাছে বাংলা একডেমীর বিষয়াদি তদন্তের জন্য গঠিত সামরিক আইন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রটির বিষয় অবগতির জন্য তা বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালকের কাছে প্রেরণ করা হয়। পত্রটিতে উল্লেখ করা হয় 'অত্র সচিবালয়ে ২১ -৬-১৯৮২ তারিখের ৬৫০৪/১/ এম এল -১ নম্বর স্মারকের নির্দেশ অনুযায়ী বাংলা একাডেমীর বিষয়াদি তদন্তের জন্য গঠিত সামরিক আইন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ২৪ শে মার্চ, ১৯৮২ তারিখের ঘোষণা অনুসারে এবং তদুদ্দেশ্যে তাঁকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা বলে নিম্নলিখিত নির্দেশ জারী করলেন":

জারীকৃত নির্দেশাবলির মধ্যে আট সংখ্যক ও নয় সংখ্যক নির্দেশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের প্রসঙ্গ এসেছে । উক্ত নির্দেশ দুটি হচ্ছে নিম্নরূপ:

৮. সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন ত্বরান্বিত করার জন্য একাডেমী সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা - স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দপ্তরের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করবেন। কোটা, নিপা ও স্টাপ কলেজে যারা দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, তাঁরা তাঁদের প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসেবে অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাল বাংলা একাডেমীতে প্রশিক্ষণ নেবেন । একাডেমী মুদ্রাক্ষরিক ও সাঁটলিপিকারদের জন্যও প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করবেন ।

৯. বিদেশে বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তার প্রচার এবং বিদেশের, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের, সাহিত্য, সংস্কৃতি চিন্তার সাথে বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় ঘটানো একাডেমীর দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত হবে। (মুসা: ১৯৯৬:৩৫৩ -৩৫৪)

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই অফিস আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের তাগিদ বৃদ্ধি পায়। ফলে দেখা যায় যে, অফিস আদালতে বাংলায় কাজ করতে গেলে অধিক সংখ্যক বাংলা সাঁটলিপিকার ও মুদ্রাক্ষরিকের প্রয়োজন। এ বিষয়টি বাংলা একাডেমী বিশেষভাবে উপলব্ধি করে। এই প্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমী বাংলা মুদ্রাক্ষরলিখন ও সাঁটলিপি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এতে সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। (আলহেলাল ১৯৮৬ : ২৫৭)।স্বাধীনতার পর থেকে বাংলা একাডেমী অধিক হারে বাংলা বই, বিশেষ করে পাঠ্যবই প্রকাশ করতে থাকে। উচ্চতর শ্রেণীতে বাংলা বইয়ের অভাব থাকায় এবং শিক্ষার মাধ্যম ক্রমে ক্রমে বাংলার দিকে ধাবিত হওয়ায় অনেক বিদেশি বইয়ের অনুবাদ বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। বাংলা একাডেমী বেশ কিছু অভিধান প্রকাশ করেছে। যেমন, উচ্চারণ অভিধান, আরবী-বাংলা অভিধান, ঐতিহাসিক অভিধান, চরিতাভিধান, নজরুল শব্দকোষ, বাংলা-উর্দু অভিধান, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, বিজ্ঞান বিশ্বকোষ, লেখক অভিধান, সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান, সহজ বাংলা অভিধান, বানান অভিধান, Bengali-English Dictionary, English-Bengali Dictionary, Essential Everyday Bengali ইত্যাদি। বাংলা একাডেমী পরিভাষার ওপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। যেমন, গার্হস্থ্য অর্থনীতি পরিভাষা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন ও পরিবার পরিকল্পনা পরিভাষা, জ্যোতির্বিদ্যা পরিভাষা, ভাষাতত্ত্ব পরিভাষা কোষ, ভূ-বিদ্যা পরিভাষা কোষ, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা পরিভাষা কোষ, সমাজকর্ম পরিভাষা, স্থাপত্য পরিভাষা ইত্যাদি। তাছাড়া অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মূলত সব ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলা একাডেমী হয়ে উঠেছে জাতীয় মেধা ও মননের প্রতীক।

১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী "প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকাটির পরিমার্জিত ও সংশোধিত সংস্করণটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত "প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম" পুস্তিকার মুখবন্ধে উল্লেখ করা হয়:

> "এ যাবৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত নিয়ম আমরা অনুসরণ করে চলেছি। কিন্তু আধুনিক কালের দাবি অনুযায়ী, নানা বানানের যেসব বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি আমরা দেখছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে বানানের নিয়মগুলিকে আর একবার সূত্রবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিশেষত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত নিয়মে বিকল্প ছিল কিছু বেশি। বিকল্প হয়তো একেবারে পরিহার করা যাবে না, কিন্তু যথাসাধ্য তা কমিয়ে আনা দরকার। এইসব কারণে বাংলা একাডেমী বাংলা বানানের বর্তমান নিয়ম নির্ধারণ করছে।" (পৃ-৭)

বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশিত হলে এ নিয়ে লেখক-বুদ্ধিজীবী মহলে নানা তর্ক-বিতর্কের ঝড় ওঠে। একাডেমির নিয়মের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন লেখক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। মূলত বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম বাংলা বানানের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক ঘটনার সূত্রপাত করে। লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী-তথা প্রায় সকল মহলে প্রমিত বাংলা বানানের কিছু নিয়ম নিয়ে তর্ক-বির্তক থাকলেও বাংলা বানানের এ নিয়ম ধীরে ধীরে অধিকাংশ মহলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

বর্তমান যুগ কমপিউটারে যুগ। এই কমপিউটারে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে ইংরেজি ভাষা। বিশ্বের অন্যান্য ভাষাও এতে ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে বাংলা ভাষা পৃথিবীর চতুর্থ ভাষা হওয়া সত্ত্বেও কমপিউটারে তার অবস্থান

খুবই সংকুচিত। বাংলা ভাষা ভারত উপমহাদেশের একটি অন্যতম প্রধান ভাষা। এই ভাষায় ব্যবহৃত ব্রাহ্মী বর্ণমালা শুধু বাংলা ভাষাতেই ব্যবহৃত হয় না, এই বর্ণমালা অহমিয়া, মনিপুরী, নাগা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়। প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ কোটি মানুষের বর্ণমালা হিসেবে বাংলা ভাষার এ বর্ণমালাকে বেশ মর্যাদা দেয়া একান্ত প্রয়োজন (জব্বার ২০০০ : ৪৪-৪৫)। কমপিউটারে বাংলা ভাষার অবস্থান প্রসঙ্গে জনাব মোস্তফা জব্বার বলেছেন-

> "বস্তুত কমপিউটারে বাংলা ভাষা বলতে আমরা যা করেছি তা হলো কমপিউটারকে ফাঁকি দিয়ে রোমান হরফের বদলে আমরা বাংলা হরফ তৈরি করছি। বাংলা কী বোর্ড ইন্টারফেস বিজয়, চমৎকার কিছু বাংলা হরফমালা এবং সর্টিং অভিধান নামক কিছু জোড়াতালির কাজ ছাড়া বাংলাকে কমপিউটারের অপারেটিং সিস্টেমের লেভেলে প্রয়োগ করা শুরুই হয়নি। এখন সারা দুনিয়া উঠে পড়ে লেগেছে মেশিন ট্রান্সলেশন এবং স্পীচ রিকগনিশন নিয়ে। যেখানে আমরা এখনো কোডিং ফাইনাল করছি সেখানে এসব কাজ যে কে কবে করবে তা কেউ বলতে পারবে না।" (জব্বার ২০০০ : ৪৪)

সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগে কমপিউটারে বাংলা প্রয়োগের প্রচেষ্টা অনেকে করেছেন এবং প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু বাংলা একাডেমী প্রথম দিক থেকেই এ ব্যাপারে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেনি। কমপিউটারে বাংলা প্রয়োগের প্রযুক্তিগত কাজে বাংলা একাডেমী পিছিয়ে থাকলেও কমপিউটারে প্রশিক্ষণের কাজে বাংলা একাডেমী পিছিয়ে ছিল না। বাংলা একাডেমী দীর্ঘদিন ধরে স্বল্প মেয়াদী কমপিউটারে প্রশিক্ষণ কোর্সে পরিচালনা করে আসছে। কমপিউটারে বাংলা প্রয়োগের প্রযুক্তিগত কাজে বাংলা একাডেমী কোন ভূমিকাই রাখেনি, তা কিন্তু সত্য নয়। অনেক দেরিতে হলেও বাংলা একাডেমী এক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তবে সরকারি প্রশাসন এবং বাংলা একাডেমী কিছুটা নেতিবাচক ভূমিকাও পালন করেছে। বস্তুত্ত শুধু মাত্র ব্যক্তি উদ্যোগে কমপিউটারে বাংলা ভাষার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্ভবপর নয়; এর জন্যে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তথা মন্ত্রণালয় এবং বাংলা একাডেমী এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ১৯৭১ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্মে বাংলা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া এবং তা ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেট পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এই কমিটির কোনো কাজই হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীনতালাভের পর ১৯৭২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এক প্রস্তাবে নিম্নলিখিত বিষয় উপস্থাপন করেন:

> বাংলাদেশ সরকারও সর্বস্তরে বাংলা চালু করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে যতদূর সম্ভব এবং যতশীঘ্র সম্ভব আমাদের কাজকর্ম বাংলা ভাষায় সমাধা করিতে হইবে এবং যেসব দলিল দস্তাবেজ ইংরেজীতে আছে তাহা বাংলায় রূপান্তরিত করিতে হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রায় প্রতিদিনই ২/ ৪ জন করিয়া কৃতকার্য ছাত্রকে তাহাদের ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য অত্র

দপ্তরে আসিতে দেখা যায় এবং তাহাদিগকে ডিপ্লোমা / সাটিফিকেট দিতেও হয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষার ডিপ্লোমার ও সার্টিফিকেটের ফরম বাংলাভাষায় নতুনরূপ দেওয়া আশু প্রয়োজন । বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিদ্যত পরিষদে (Academic Council) এবং কর্ম পরিষদে (Syndicate) পাঠানো যাইতে পারে। কোন বৎসরের পরীক্ষা হইতে ফরম বাংলায় হইবে তাহাও ঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

প্রশাসনিক কাজকর্ম বাংলায় কারার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটির সভাপতির কাছে ২৮টি প্রভিশনাল সার্টিফিকেট ও ৭১টি ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট পাঠানো হলে কমিটির সভাপতি সেগুলো ফেরত পাঠান এবং নিজেদেরকেই অনুবাদ করে একাডেমিক কমিটিতে পাঠানোর পরামর্শ প্রদান করেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ২৬-১০-৭২ ইং তারিখে কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেন-- যেমন, অনুমোদিত পরিভাষার অভাব, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশন বাংলায় অনুবাদ করা দরকার, ইংরেজিতে লেখা ছাত্রছাত্রীদের নাম বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ সমস্যা এবং বাংলা টাইপ লেখনীর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে এসব সমস্যার বিষয় পাঠানোর কথা ওঠে এবং অর্ডিন্যান্স বাংলায় অনুবাদের উদ্দেশ্যে বাংলা বিভাগের ৩ জন শিক্ষকের একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দেয়া হয়। উপাচার্য সমস্যাবলি সমাধানের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি ১৯৭২ সালের অক্টোবর থেকে যথারীতি কাজ শুরু করে এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে:

(ক) অনুবাদের জন্য অনতিবিলম্বে পরীক্ষা-সংক্রান্ত কার্যে ব্যবহৃত পরিভাষামূলক ইংরেজী শব্দের বর্ণানুক্রমিক একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক সদস্যকে সরবরাহ করা হউক যাহাতে তাহারা কমিটির পরবর্তী সভায় এই সকল শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

(খ) পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ফরম কিংবা অন্যান্য কাগজপত্র হইতে বাংলায় পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কমিটি অনুমোদিত অনুবাদক দ্বারা অনুবাদ করা হউক। অনুবাদক (ক) প্রস্তাবে বর্ণিত শব্দতালিকার অনুমোদিত প্রতিশব্দ ব্যবহার করিবেন এবং প্রত্যেকটি অনুবাদ অনুমোদনের জন্য কমিটিতে পেশ করিবেন।

(গ) অনুবাদের জন্য অনুবাদককে প্রতি ১০০ শব্দের জন্য ২০ টাকা এবং উহার ভগ্নাংশের জন্য আনুপাতিক হারে পারিশ্রমিক দেওয়া হউক।

উপরোক্ত কমিটি আন্তরিকতার সাথে কাজ সমাধা করে ১৯৭৪ সালের মার্চে প্রকাশিত প্রতিবেদনে সম্পাদক উল্লেখ করেন:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও পরীক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র বাংলায় অনুবাদ করার উদ্দেশ্যে উপাচার্য কর্তৃক যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাঁদের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কাজগুলো হচ্ছে:

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যালয়েও যাতে অনতিবিলম্বে বাংলা প্রচলন হতে পারে তার জন্য কমিটি প্রশাসনিক ও পরীক্ষা কার্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দাবলী ও বাক্যাংশসমূহকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করে প্রতিটির প্রতিশব্দ নির্ণয় করেছে:

(ক) প্রশাসনিক ও পরীক্ষা কার্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী
(খ) পঠিত বিষয়সমূহের নাম
(গ) পদ, কার্যালয় ও সংস্থাসমূহের নাম
(ঘ) উপাধিপত্র, মানপত্র ও প্রমাণপত্রের নাম

(২) সমুদয় ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেটগুলোর প্রত্যেক শ্রেণী হতে আদর্শ স্বরূপ ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।
(মুসা ১৯৯১ : ১২৩-১২৫)

১৯৭৫ সালের মার্চের ৩ তারিখে বাংলা একাডেমীর সরকারি অফিস আদালতের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের এক সার্কুলারের প্রতিলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের কাছে প্রেরিত হয় । উপাচার্য মহোদয় বিষয়টি সকলের অবগতির জন্য বিভাগীয় প্রধান, ইন্সটিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধান প্রমুখের কাছে প্রেরণ করেন। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক স্বাক্ষরিত চিঠিটি ছিল নিম্নরূপঃ

জনাব,
বাংলাদেশ সচিবালয়ে ও অন্যান্য আপিস আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন বিভাগের আন্তরিক উদ্যোগ লক্ষ্য করে বাংলা একাডেমী আনন্দ প্রকাশ করছে। এই মহান প্রচেষ্টাকে সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য বাংলা একাডেমী সানন্দে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দানে প্রস্তুত।

এ কাজ সফল করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে আগামী ২৫শে মার্চ ১৯৭৫ থেকে বাংলা একাডেমী এক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করছে। পঞ্চাশ জনের এক একটি দলকে একসঙ্গে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

কার্যক্রম
প্রশিক্ষণকাল এক সপ্তাহ। সময়-সোমবার থেকে শুক্রবার বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে চারটা এবং শনিবার একটা থেকে দু'টো পর্যন্ত একঘন্টা। (সরকারী ছুটির দিন ছাড়া) স্থান.......... বাংলা একাডেমী ভবন। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী আপিস ও সংস্থাকে সহযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

(নং ১৪৭৪ বা/এ তাং ৩/৩/৭৫)

১২-৪-৭৫ ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে,

"বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত উপরিউক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও অফিস প্রধানগণ প্রয়োজনমত পালাক্রমে তাঁহাদের অফিসের সহকারীগণকে পাঠাইতে পারেন। প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরিত সহকারীগণের তালিকার একটি প্রতিলিপি রেকর্ডের জন্য অত্র অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।"
(মুসা ১৯৯১:১২৭)

১৯৭৫ সালের পর বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ ও কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ফলে অফিস-আদালতের সাথে সাথে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অফিসিয়াল চিঠিপত্র, সনদপত্র ইত্যাদিতে বাংলা ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ রয়েছে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বাংলা বিভাগগুলো তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধের পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে থাকে। বাংলা বিভাগসমূহের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র এবং আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট এ ধরনের কাজ করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাতেও গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি,

বর্তমান যুগ কম্পিউটার বিজ্ঞানের যুগ। বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানের ওপর বিভিন্ন বিভাগ খোলা হয়েছে। এসব বিভাগ কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রয়োগের প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে নানা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু থেকেই সকল বিষয়ের/বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভাষাকোর্স (বাংলা ও ইংরেজি) চালু করে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ইংরেজি ভাষা কোর্স চালু করে। পরবর্তীকালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও স্নাতক ও স্নাতক-সম্মান শ্রেণীর সকল বিভাগের জন্য ভাষা কোর্স (বাংলা ও ইংরেজি) চালু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও ফাউন্ডেশন কোর্স নামে ভাষা কোর্স (বাংলা ও ইংরেজি) চালু করেছে। মূলত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাকেই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মনোভাব ব্যবসায়ীসুলভ বিধায় তারা যেসব বিষয়ের বাজার দর বেশি অর্থাৎ বাজারে যাদের চাহিদা বেশি সেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে সর্বাগ্রে। এজন্য দেখা যাচ্ছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের বিভাগ আগে খোলা হচ্ছে। ভাষার দিক থেকে ইংরেজির চাহিদা বেশি বিধায় কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগ খোলা হচ্ছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা বিষয় মূলত অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে।

ইংরেজি শেখানোর পেছনে যে যুক্তি দেখানো হয় তা হলো একজন শিক্ষিত যুবকের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হলে তাকে অবশ্যই ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজি ভাষা জ্ঞান ব্যতীত দেশে এবং বিদেশে কোথাও ভালো চাকুরি পাওয়া সম্ভবপর নয়। সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তিসমূহের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর নাম করে মূলত বাংলা ভাষার অগ্রগতি রোধ করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে প্রয়োজনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে সমান গুরুত্ব দেয়া। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও অবিলম্বে বাংলা বিভাগ খোলা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে তরুণদের এবং বাংলাভাষা-প্রেমী জনগণের সজাগ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

(গ) বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমীর কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর সমন্বয়ে বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি গঠিত হয়। বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালের ৭ই জুলাই তারিখে।

বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়:

(১) বাংলাদেশের সামগ্রিক ভাষা-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা ও জনগণের ভাষাচেতনার প্রসার ঘটানো।
(২) বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের জনগণের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভাষার অবস্থান পুনঃনির্ধারণ করা।
(৩) রাষ্ট্রভাষা বাংলা যেসব ভাষা সমস্যা ও ভাষাতিরিক্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার স্বরূপ উন্মোচন করে সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা।

যে লক্ষ্য/উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ভাষা সমিতি গঠিত হয়েছিল, সেই লক্ষ্য/উদ্দেশ্য বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি সঠিকভাবে তথা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করতে পারেনি। বাংলাদেশের সামগ্রিক ভাষা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং জনগণের ভাষা চেতনার প্রসার ঘটানোর ব্যাপারে তারা তেমন কোনো

ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের জনগণের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভাষার অবস্থান পুনঃনির্ধারণ করাও তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। রাষ্ট্রভাষা বাংলা যেসব ভাষা সমস্যা ও ভাষাতিরিক্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার স্বরূপ উন্মোচন এবং সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা অতীব দুরূহ একটি ব্যাপার। এ ক্ষেত্রেও বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। মূলত বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশের ভাষাসমূহের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বাংলা বানান, উচ্চারণ, অভিধান, ব্যাকরণ, পরিভাষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধানের তেমন কোন প্রচেষ্টা তারা করেনি। তারা শুধু ভাষা সংক্রান্ত বিষয়াদি সর্ম্পকে আলোচনা সভা ও সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন করেছে।

বিভিন্ন সময়ে ভাষা সমিতি যেসব বিষয়ের ওপর সেমিনারের আয়োজন করেছে সেগুলো হচ্ছে বাংলা প্রচলনের সমস্যা ও পরিভাষা (মূল প্রবন্ধঃ বশীর আল হেলাল), বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন রীতি (মূল প্রবন্ধঃ ফ ও ম নুরুল হুদা), শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের ভাষা (মূল প্রবন্ধঃ আহমদ কবির, মনসুর মুসা, বশীর আল হেলাল), বাংলা ভাষা ও প্রশাসনিক নির্দেশ (মূল প্রবন্ধঃ মনসুর মুসা), সরকারী কাজে সাধুভাষা না চলিত ভাষা (মূল প্রবন্ধঃ মনসুর মুসা, মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ, বশীর আলহেলাল), পশ্চিমবঙ্গের ভাষাপরিস্থিতি (অতিথি বক্তাঃ ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), ভাষা সংস্থার বিবর্তন (মূল প্রবন্ধঃ মুহাম্মদ দানীউল হক, ফ ও ম নুরুল হুদা), বাংলা প্রচলনে সরকারী কর্মসূচী (মূল প্রবন্ধঃ ইসরাইল খান), বাংলা ভাষায় কিছু ভুল শব্দের ব্যবহার (মূল প্রবন্ধঃ দুলাল ভৌমিক), দৃশ্যমান ভাষা (মূল প্রবন্ধঃ খ.ম. আবদুল আউয়াল), অনুবাদে সমস্যা (মূল প্রবন্ধঃ বশীর আল হেলাল) ইত্যাদি। (কবির ১৯৮৬:১৫০-১৫৬)

উপরোক্ত প্রবন্ধগুলোতে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক বক্তব্য পেশ করা হয়।

বাংলাদেশ ভাষা সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাময়িকী ও পুস্তিকা প্রকাশ করা। ভাষা সমিতির দ্বিতীয় নির্বাহী পরিষদ (১৯৮০-৮১) সমিতির পত্রিকা 'ভাষাপত্র' প্রথম সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ হাতে নিয়েছিল। সমিতির তৃতীয় নির্বাহী পরিষদের কার্যকালে (১৯৮২-৮৩) সমিতির মুখপত্র ভাষাপত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা (মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক সংখ্যা) এবং তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ভাষা সমিতির চতুর্থ নির্বাহী পরিষদের কার্যকালে (১৯৮৫-৮৬) ড. আহমদ শরীফের 'বাংলা ভাষা সংস্কার আন্দোলন' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ ভাষা সমিতির মুখপত্র ভাষাপত্রের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। ভাষাপত্রের আরো কিছু সংখ্যা এবং কিছু পুস্তিকা প্রকাশের প্রচেষ্টা ভাষা সমিতির থাকা সত্ত্বেও আর্থিক কারণে তা সম্ভবপর হয়নি।

১৯৮২ সালে শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং আন্দোলন শুরু হয়। এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ভাষা সমিতি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য অত্যন্ত জোরালো ভাষায় নিম্নরূপ বিবৃতি প্রদান করেনঃ

> "আগামী জানুয়ারী থেকে কর্মবিমুখী চারস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলতে গিয়ে মৌলিক শিক্ষার শুরুতেই প্রথম শ্রেণীতে আরবী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার কথা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা

> মারফত সরকার আমাদের জানিয়েছেন। এই ঘোষণার মধ্যে সরকারের বহু ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনের আন্তরিক পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিশুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা অর্জন ক্ষমতার পরিধি উপলব্ধির তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক অসুবিধা অনুধাবনের ব্যর্থতা চোখে পড়ে। আমরা মনে করি প্রথম শ্রেণীতে আরবী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করা অবৈজ্ঞানিক ও শিশু মনোবিজ্ঞানের নীতিবিরোধী এবং সে জন্যেই ক্ষতিকর। পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে এ ধরনের শিশু মনস্তত্ত্ব বিরোধী শিক্ষা কার্যক্রম আছে বলে আমাদের জানা নেই।
>
> বাংলাদেশের মত যে-সব সমাজে সামাজিক বহুভাষিকতা নেই, সে সব সমাজে আরোপিত বহু ভাষিকতা শিশুর জগত-উপলব্ধিতে বিভ্রান্ত করতে পারে। শুধু এই কারণেই কথিত মৌলিক স্তরে বিদেশী ভাষা না থাকা বাঞ্ছনীয়। দুটো বিদেশী ভাষা বাংলাদেশের কোমলমতি শিশুদের মাথায় চাপিয়ে দিলে এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মৌলিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে বলে ভাষা সমিতি আশঙ্কা করে। বিদেশী ভাষা শেখা অবশ্যই প্রয়োজন, তবে সেটা অবশ্যই মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ে হওয়া উচিত। সে জন্য আমরা সরকারের সিদ্ধান্তটি পুনঃবিবেচনার দাবী করছি। আর জরুরী ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।" (কবির ১৯৮৬: ১৬০-১৬১)

বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি বাংলা প্রচলনের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও নিম্নরূপ বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায়-

> "দেশের জনগণকে তাদের প্রকৃত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে সরকারকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অফিস আদালতে মাতৃভাষা বাংলার প্রচলন বাধ্যতামূলক করে দিতে হবে। আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির কারণে বাংলা ভাষা তার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে বলে বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি মনে করে।
>
> বাঙলা ভাষা অফিস আদালতে চালু না হওয়ার ফলে চিরাচরিত ঔপনিবেশিক ভাষাগত শোষণ-প্রক্রিয়া দীর্ঘতর হচ্ছে। এ ব্যবস্থার অবসানকল্পে আশু-সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দল, সরকার ও জনগণের কাছে বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি জোর দাবী জানাচ্ছে।" (কবির ১৯৮৬: ১৬১-১৬২)

ভাষা সমিতি বিভিন্ন বিবৃতির মাধ্যমে ভাষা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে কিছুটা সচেতনতার সৃষ্টি করতে পারলেও তেমন কোন সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সকল অপপ্রয়াসের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভাষা সমিতি যা চেয়েছে, তা হচ্ছে:

> "প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার সুষ্ঠু, শুদ্ধ ও উপযোগী ব্যবহার হোক : জাতীয় ক্ষেত্রে বাঙলা ব্যবহারের প্রশ্নে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো দূরীকরণের জন্যে উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ করে পরিকল্পনা নেয়া হোক এবং যথাসময়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হোক।" (আহমদ কবির ১৯৮৬ : ১৬৬)

বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষার অবস্থান সম্পর্কেও ভাষা সমিতির বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ভাষাপত্রের তৃতীয় সংখ্যক সম্পাদকীয়তে ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে সমিতির বক্তব্য নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে:

> "বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি দেশ থেকে ইংরেজী হটিয়ে দেওয়ার কথা বলেনি। ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজী বাঙলাদেশের মাটিতে শেকড় গেড়েছে। কিন্তু বাঙলা যেহেতু আমাদের প্রধান ভাষা সে জন্যে আমরা সবসময় চেয়েছি বাঙলাই আমাদের জ্ঞান-বিদ্যা, প্রশাসন, যোগাযোগ, কাজ-কারবার ইত্যাদির প্রধান ভাষা হোক, আর ইংরেজী হোক দ্বিতীয় ভাষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও বলতে হবে, এ ক্ষেত্রে দেশের

ভাষানীতি পরিকল্পনাহীন, বিভ্রান্তিকর, অস্পষ্ট এবং কখনো কখনো ষড়যন্ত্রমূলক। সমাজের ক্ষমতাশালী ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীস্তরে ইংরেজী আগের মতই আদৃত। এর কারণ, ইংরেজী এ শ্রেণীকে ঔপনিবেশিক আমলে যে সুযোগ-সুবিধা দিত, এখনো তা-ই দিচ্ছে। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটলে এ রকম অবস্থা থেকেই যাবে। বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি এ অবস্থার আশু অবসান দাবী করে।" (কবির ১৯৮৬:১৬৬)

বাঙলাদেশ ভাষা সমিতির সভাপতি ড. আহমদ শরীফ ১৯৭৭ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বাংলা প্রচলনকে সত্যিকার অর্থে অর্থপূর্ণ করার লক্ষ্যে তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ব্যক্ত করেছিলেন:

-এক, গণশিক্ষার প্রসার করা; দুই, কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্য ইত্যাদি সব শাখার শিক্ষার্থীদের, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পর্যায়ে, ব্যবহারিক বাঙলার কোর্স প্রবর্তন করা; তিন, আধুনিক উন্নত বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য একটি সার্বক্ষণিক অনুবাদ-সংস্থা গঠন করা।" (কবির ১৯৮৬:১৬৬)

ভাষা সমিতির বিভিন্ন সেমিনারেও উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময় দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু দেশের প্রশাসন অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এসব প্রস্তাবের তেমন কোনো গুরুত্ব অনুধাবন করতে চায়নি। ফলে ভাষা সমিতির অনেক আলোচনা ও নির্দেশনা শুধু কাগজে কলমেই রয়েছে, বাস্ত বায়নের মুখ তেমন একটা দেখেনি।

বাঙলাদেশ ভাষা সমিতির দশ বছরের (১৯৭৬-১৯৮৬) কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমিতি শুধু বাংলা ভাষার সমস্যা ও উন্নয়নের কথা ভেবেছে। অথচ বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষা, যেমন উপজাতি বা আদিবাসীদের ভাষা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা বা চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি। ইংরেজি ভাষার অবস্থান সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য অর্জিত ভাষা যেমন আরবি, ফারসি, চীনা, জাপানি, জার্মানি, রুশ, ফরাসি ইত্যাদি ভাষার অবস্থান বাংলাদেশে কীরূপ তা নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। অথচ বাঙলাদেশ ভাষা সমিতির উচিত বাংলাদেশের সকল ভাষার (মাতৃভাষা এবং অর্জিত ভাষা) সমস্যা, উন্নয়ন এবং অবস্থান নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। এ ব্যাপারে সরকারি অর্থানুকূল্য এবং সার্বিক সহযোগিতার অভাবে ভাষা সমিতির কার্যক্রম বস্তুত ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে।

(ঘ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

ভাষা-পরিকল্পনাকারী সংস্থা হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিশেষ অবদান রাখতে পারে। টেকস্ট-বুক বোর্ডের লেখকেরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের লেখকেরা প্রধানত দুই ধরনের সমস্যায় পড়ে থাকেন। এক. টেকস্টবুক শিক্ষা দেয়ার জন্যে কীভাবে তারা নতুন পরিভাষা (new terminology) গ্রহণ করবেন কিংবা সৃষ্টি করবেন। দুই কীভাবে তাঁরা তাঁদের প্রাযুক্তিক শব্দাবলি (technical vocabulary) তাঁদের লেখায় ব্যবহার করবেন। এজন্য প্রয়োজন জাতীয় ভাষার অভিধান, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, বিদেশি পাঠ্য বইয়ের অভিধান,

পেশাগত জার্নাল (professional journal), লেখকের নতুন শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা ইত্যাদি (রুবিন ১৯৭৭:২৫০)।

বাংলাদেশের লেখকরা বাংলা ভাষায় বই লিখতে গিয়ে উপরোক্ত সমস্যাবলি ছাড়াও বানান সমস্যায় ভুগে থাকেন। উপরোক্ত সমস্যাবলির কিছু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বাংলা একাডেমী করেছে, তবে বানানের ব্যাপারে টেকস্ট বুক বোর্ড নিজেই কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এবং ১৯৭৬ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে পাঠ্য-বইয়ের মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট বানানরীতি প্রণয়ন এবং তা অনুসরণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৪ সালে পাঠ্য-বইয়ে বানানের সমতাবিধানের লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল। তারা বানানের জন্যে যে নীতিমালা সুপারিশ করেছিলেন তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। ফলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৮ সালের ২১ থেকে ২৩শে অক্টোবরে ইউনিসেফের সহায়তায় কুমিল্লার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে প্রায় ৫০ জন শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ভাষা-বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষা-প্রশাসককে নিয়ে একটি জাতীয় কর্মশিবিরের আয়োজন করে। পাঠ্যপুস্তকে কীভাবে বানানে সমতাবিধান করা যায় তা-ই ছিল এই কর্মশিবিরের উদ্দেশ্যে। উক্ত কর্মশিবিরের বিবেচ্য বিষয় ছিল:

১. এ পর্যন্ত বাংলা বানানের যেসব নীতিমালা প্রণীত হয়েছে, তা পর্যালোচনা করা;

২. একই শব্দের হ্রস্ব-দীর্ঘ বানানের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়, সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা;

৩. যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট রূপ ব্যবহারের প্রণালী স্থির করা;

৪. বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম নির্ধারণ করা;

৫. উপরিউক্ত বিষয়ে সুপারিশের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের একটা পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা ও বানান-নির্দেশিকা প্রণয়ন করা। (আনিসুজ্জামান ১৯৯২: ১-২)

এই কর্মশিবিরের সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৯২ সালে পাঠ্য বইয়ের বানান শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।

বাংলা ভাষার একটি প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী কিংবা পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কেউই এ পর্যন্ত একটি প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ রচনা করতে পারেনি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' (মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত) নামে একটি গ্রন্থ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছে। কিন্তু এই ব্যাকরণটি নানান অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ এবং নানান সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে একে পরিপূর্ণ বাংলা ব্যাকরণ বলা যায় না। তাছাড়া উচ্চতর শ্রেণীর জন্য তেমন কোনো প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ নেই । একটি প্রমিত বাংলা ব্যাকরণের অভাব মূলত রয়েই গেছে। এই প্রমিত ব্যাকরণের অভাব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উদ্যোগের দূর হতে পারে। এ ব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রয়োজনীয় কর্মসূচি হাতে নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

(ঙ) মন্ত্রণালয়

বাংলা প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রশাসন বা মন্ত্রণালয়সমূহ কী ভূমিকা পালন করেছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে 'বাংলাদেশের প্রশাসনে ভাষা-পরিকল্পনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে। মূলত বাংলাদেশের প্রশাসন যন্ত্র ছিল ইংরেজি নির্ভর। পর পর সরকারী নির্দেশে বাংলা ভাষাকে প্রশাসনে ব্যবহারের ব্যাপারে তাগিদ ঘোষিত হলে এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়সমূহের কর্তাব্যক্তিদের টনক নড়ে। তদুপরি মন্ত্রণালয়সমূহের কর্তাব্যক্তিগণ দ্বিধাদন্দ্বে পড়ে গিয়েছিলেন---প্রশাসনে কোন বাংলা গদ্যরীতি প্রচলিত হবে- সাধু গদ্যরীতি নাকি চলিত গদ্যরীতি। তাছাড়া প্রশাসনের অনেকেরই ছিল ঔপনিবেশিক মানসিকতা, যার ফলে তাদের ভেতর প্রচ্ছন্নভাবে ছিল ইংরেজিপ্রীতি। একক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রশাসনের সর্বস্তরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানাভাবে বিলম্ব হয়েছে। অবশেষে সংস্থাপন ও পুনর্গঠন মন্ত্রণালয়ের "বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন সেল" বাংলা ভাষাকে প্রশাসনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ গ্রহণ করে। প্রশাসনে বাংলা ভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি ছকপত্র প্রেরণ করে উক্ত ছকপত্রে সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগকে তাদের নিজস্ব এবং অধীনস্থ সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার কাছে বাংলা প্রচলন করতে গেলে কী কী করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে সুপারিশ চাওয়া হয় এবং ১৫-৬-৮৩ ইং তারিখের মধ্যেই তা প্রেরণ করতে বলা হয়। এই প্রেক্ষিতে সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ইত্যাদির কাছ থেকে আগত নানান তথ্যের ভিত্তিতে সকল মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রেরিত ছকানুযায়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ 'পরিসংখ্যান-প্রতিবেদন' প্রস্তুত করা হয়। এ পরিসংখ্যান প্রতিবেদনই বস্তুত সংস্থাপন ও পুনর্গঠন মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত 'বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন সেল' দ্বারা প্রকাশিত 'সরকারী কাজের সকল স্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের কর্মসূচী প্রথম পর্যায়' নামক পুস্তিকার মূল বিষয়বস্তু (খান ১৯৮৯:১১১)।

এ পুস্তিকাটি সাধু গদ্যরীতিতে লেখা এবং এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই সরকারি কার্যাবলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। তিনভাগে বিভক্ত কার্যাবলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, প্রশাসনের সকল কাজ বাংলায় করা সম্ভবপর নয়। তবে যে সব কাজ বাংলায় করা সম্ভবপর সেগুলো ধীরে ধীরে বাংলায় করা হবে- এ ধরনের অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়। প্রশাসনের বাংলা প্রচলনের লক্ষ্যে এই পুস্তিকার সাধারণ নির্দেশমালায় রয়েছে উনিশ দফা কর্মসূচী (পৃ. ৩-৪)। এই উনিশ দফা কর্মসূচী একদিনে আসেনি; বিভিন্ন সরকারের প্রশাসনে বাংলাভাষা প্রচলনের নানা আদেশ-নির্দেশ জারি হবার পরে এরশাদ সরকারের আমলে এই কর্মসূচি প্রণীত হয়। এ কর্মসূচিতে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বাংলা প্রচলনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়সমূহের এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। অনেক বিলম্বে হলেও সরকার উপলব্ধি করেছিল যে, শুধু আদেশ-নির্দেশে কাজ হবে না; বাংলাকে সর্বস্তরে প্রচলন করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মসূচি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

এত কিছুর পরও বাংলা ভাষা প্রচলনের অন্তরায়সমূহ দূর হয়নি।

(চ) বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি মূলত সমগ্র এশিয়ারই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণামূলক পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকে। তবে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি দুই দিন ব্যাপী (২৯-৩০ এপ্রিল) সোসাইটির অডিটোরিয়ামে "বাঙালীর বাংলাভাষা চিন্তা" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলো অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাষা-পরিকল্পনার বিষয়ে আলোকপাত করেছে বিধায় প্রবন্ধগুলোর একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

কাজী দীন মোহাম্মদ : বাঙালীর বাঙলা ক্রিয়া সম্পর্কিত চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা,পবিত্র সরকার : বাঙালীর ভাষাচিন্তার শতবর্ষ, বেগম জাহান আরা : বাঙালীর বাঙলা উপভাষা সংক্রান্ত চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙলা ব্যাকরণে সংস্কৃত নিয়মের প্রয়োগ : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, আবদুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দীন : বাঙালী বিজ্ঞানীদের বাঙলা ভাষাচর্চা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, উদয় নারায়ণ সিংহ : বাঙালীর রীতিচিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, মনিরুজ্জামান : বাঙালীর বাঙলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, মৃণাল নাথ : সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাঙলা ভাষার সম্পর্ক, রাজীব হুমায়ুন : বাঙালীর বাঙলা ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা,রফিকুল ইসলাম: বাঙালীর বাঙলালিপি সংক্রান্ত চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা,নির্মল দাশ : বাঙালীর ভাষাচিন্তা : উনবিংশ শতাব্দী, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : বাঙালীর উপভাষা চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, ভক্তি প্রসাদ মল্লিক : রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা, জাহাঙ্গীর তারেক : বাঙালীর অর্থতত্ত্ব (Semantics) সম্পর্কিত চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, হারুন-অর-রশিদ: বাঙালীর বাঙলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা,হুমায়ুন আজাদ : বাঙালীর বাঙলা সর্বনাম সংক্রান্ত চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা,অঞ্জন সেন : কবিতার ভাষা সম্বন্ধে বাঙালীর চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, দানীউল হক : বাঙালীর বাঙলা উচ্চারণ সংক্রান্ত চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ : বাঙলা ভাষায় দেশী শব্দ সংক্রান্ত চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, শামসুন নাহার : বাঙলা ভাষার শব্দ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা : ঐতিহাসিক পর্যালোচন, মনোয়ারা ইলিয়াস : বাঙলায় প্রচলিত ইংরেজী শব্দের সংখ্যা, মনসুর মুসা : বাঙলা ব্যাকরণে নতুন শব্দের অবস্থান। (মুসা ১৯৯৪: ২৪৩-২৪৬)

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী পণ্ডিতগণ সার্কদেশগুলোর প্রেক্ষাপটে দুটো সুপারিশমালা প্রণয়ন করেন; যার একটি সার্ক সদর দফতরে প্রেরণের জন্য এবং অন্যটি এশিয়াটিক সোসাইটির বিবেচনার জন্য:

> Recommendations of the business sessions of the seminar "Thoughts about Bengali Language by Bengali Scholars" held on 30th April 1993 under the auspices of Asiatic Society of Bangladesh.

A. For transmission to SAARC Secretariat

1. Linguists from Bangladesh and India who participated in the seminar made an appeal for the formation of a SAARC Linguistic Forum.
2. An appeal was also made for the establishment of a SAARC Linguistic Resource Centre.
3. A decision was taken to take initiatives to establish mutual contact among linguists in the SARC countries in order to undertake the task of developing and standardisation of State/Official languages in SAARC Countries.
4. Linguists who participated in the business session expressed the opinion that at the initiative of the proposed SAARC Linguistic Centre, the following plans and programmes may be implemented:
    a) to prepare terminological equivalents : make spelling pronunciation and grammar uniform, put emphasis on language teaching, using the languages as instructional material and try to standardize the shared languages of the SAARC Countries;
    b) to make a linguistic survey of languages and dialects of the SAARC Countries;

c) to introduce computers in using language: invent software and develop printing technology;

d) to prepare multilingual/bilingual dictionaries of the state/official languages of the countries;

e) to organise seminars, workshops and conferences for the establishment of contact and exchange of ideas among linguists in the countries concerned : introducing visiting Professorships for linguists in the SAARC countries;

f) to exchange students and institute scholarships for the study and research of linguistics. For Consideration of the Council of Asiatic Society :

B. Special recommendations with regard to Bengali Language

1. As Bengali is language -------- spoken in Bangladesh. West Bengal and Tripura, the following plans and programs may be undertaken for the development of this language:

a) to prepare grounds for establishing communication, coordination and mutual cooperation among Asiatic Society of Bangladesh, Asiatic Society of West Bengal, Bengali Academy of Bangladesh, Bengali Academy of West Bengal, the Universities, research institutions and Centres of learning;

b) to try to organise a follow up Seminar in Calcutta, similar to the Dhaka Seminar; and

c) to take initiatives for the uniformation of spelling, terminological equivalents and Grammar of the Bengali Language. (মুসা ১৯৯৪:২৪৭-২৪৮)

এশিয়াটিক সোসাইটির এই সেমিনার বাংলা ভাষার পরিস্থিতি, পরিকল্পনা ও সমস্যার ক্ষেত্রে নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। বিশেষ করে সার্কদেশগুলোর মধ্যে ভাষাগত ঐক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সুপারিশ করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের ভাষা পরিকল্পনা নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা ভাবনা স্থান পায়নি; যেহেতু বাংলা ভাষা ব্যতীত বাংলাদেশে যে আরো অনেক ভাষা রয়েছে সে সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা এবং দিক নির্দেশনা নেই। শুধু রাজীব হুমায়ুনের প্রবন্ধে উপজাতিদের ভাষা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর ভাষায়-

> "উপজাতিদের নিয়ে এখনও প্রচুর কাজ করা দরকার এবং গবেষণার প্রয়োজন। অবিলম্বে উপজাতিদের ভাষার লিখিত রূপের জন্যে দরকার পরিকল্পিত বর্ণনামূলক ব্যাকরণ।" (হুমায়ুন ১৯৯৪:১৩৩)

ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের প্রবন্ধে ভাষা পরিকল্পনার কিছু দিক নির্দেশিত হয়েছে। যেমন, তিনি বলেছেন-

> "বাঙলা উপভাষা আলোচনার দুটি দিকে শূন্যতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, এখন পর্যন্ত বাঙলা উপভাষার কোনো মানচিত্র প্রণয়ন করা সম্ভবপর হয়নি। দ্বিতীয়ত, বাঙলাদেশে বসবাসকারী উপজাতিদের ভাষা এখনও অবিশ্লেষিত।" (মোরশেদ ১৯৯৪:১৩৫)

মূলত বাংলাদেশের ভাষা সমূহের মান-উন্নয়ন, পরিচর্যা কিংবা অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন একটি ভাষা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা। ভাষা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলে তা ভাষা পরিকল্পনা সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের ভাষাসমূহের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। এ ব্যাপারে সরকারের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ

আনিসুজ্জামান (সম্পা.) ১৯৯২ পাঠ্য বইয়ের বানান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

আল হেলাল, বশীর ১৯৮৬ বাংলা একাডেমীর ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কবির, আহমদ ১৯৮৬ বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি (প্রবন্ধ), ভাষাপত্র, চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা।

খান, ইসরাইল ১৯৮৯ ভাষার রাজনীতি ও বাঙলার সমস্যা, অক্ষর, ঢাকা।

জব্বার, মোস্তফা ২০০২ আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস এবং দুঃখিনী বাংলা ভাষা (প্রবন্ধ), মাসিক কম্পিউটার জগৎ, নবম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ঢাকা।

মুসা, মনসুর ১৯৮৪ তুর্কী ভাষা আন্দোলন, ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৯৮৬ বাংলাদেশ ভাষা সমিতি: সাংগঠনিক কমিটির আহবায়কের বক্তব্য, ভাষাপত্র, চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা।

১৯৯১ বাংলা প্রচলন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, ভাষাচিন্তা: প্রসঙ্গ ও পরিধি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(সম্পা.) ১৯৯৪ বাঙালীর বাঙলা ভাষা চিন্তা; এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

(সম্পা. সভাপতি) ১৯৯৬ বাংলা একাডেমী স্মারক গ্রন্থ, চল্লিশ বর্ষ পূর্তি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর ১৯৯৪ বাঙালীর উপভাষা চিন্তা; ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (প্রবন্ধ), মুসা, মনসুর (সম্পা.)

বাঙালীর বাঙলা ভাষা চিন্তা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

হুমায়ুন, রাজীব ১৯৯৪ বাঙালীর বাঙলা ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তা; ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (প্রবন্ধ), মুসা, মনসুর (সম্পা.),

বাঙালীর বাঙলা ভাষা চিন্তা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ১৯৯৪ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সরকারী কাজের সকল স্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের কর্মসূচি প্রথম পর্যায়ে, ১৯৯৪ বাংলাভাষা বাস্তবায়ন সেল, সংস্থাপন ও পুনর্গঠন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Barnes, Dayle .1977. National language Planning in China, In, Joshua A. Fishman (ed.)

.1977. Language planning processes, Mouton & co. PP. 255-273.

Dasgupta, Jyotirindra .1977. Language Planning in India: Authority and Organization, In,

Fishman, J.A. (ed.) .1977. Language planning processes, Mouton & co. PP. 57-78.

.1977. Language association in India In, Fishman, J.A. (ed.) .1977. Language planning processes, Mouton & co, PP. 181-193.

Fellman, Jack .1977. Hebrew language Planning and the Public, In, Fishman, J.A. (ed.)

.1977. Language planning processes, Mouton & co. PP. 151-156.

Jernudd, Bjorn.H .1977. Three language planning agencies and three Swedish newspaper,

In, J.A. Fishman (ed.) .1977. Language planning processes, Mouton & co. PP. 143-149.

Rubin, Joan .1977. Language Standardization in Indonesia, In, Fishman, J.A. (ed.) .1997.

Language Planning processes, Mouton & co. PP. 157-179.

1977. Textbook writers and language planning, In, Fishman, J.A. (ed.). 1977.

Language planning processes, Mouton & co. PP. 243-253.